জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/**প্রেস বিজ্ঞ**-২৩৯/১৩-২০৬ তারিখঃ **১৯ ডিসেম্বর ২০২৩**

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ

‘বঙ্গবন্ধু অন্যায়ের সাথে কখনোই আপস করেননি, জাতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে এবং নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসহ সকল ধরনের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সারাজীবন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধু আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন মানবাধিকার আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ। বঙ্গবন্ধু নামটি একটি মহাকাব্য, বঙ্গবন্ধু মানবাধিকারের পাঠ্যপুস্তক। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানিদের শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তিনি মানুষের জন্য লড়াই করেছেন। তিনি একইসাথে ছিলেন শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ, ১৯৬২ সালে সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকগণ বাঙালি জাতির শিক্ষার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলো। যা শক্ত হাতে প্রতিহত করা হয়েছিলো। স্বাধীনতার উত্তরোত্তর পরেও বঙ্গবন্ধু শিক্ষা খাতের উন্নয়নে যে ভূমিকা রেখেছেন তা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

সার্ক চলচ্চিত্র সাংবাদিক ফোরাম আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু লক্ষ প্রাণের অনুপ্রেরণা- বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা, সমৃদ্ধির অবিনাশী মহাকাব্য’’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এসব কথা বলেন। ভাষা আন্দোলন থেকে সুদীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহ নির্মোহ বিশ্লেষণপূর্বক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় পথ প্রদর্শনের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিনি আরো বলেন, ‘স্বাধীনতার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেশ ও জাতিকে পুনর্গঠন করেছেন। একই সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাখাতে পুনর্গঠনের কাজটি তিনি সফলতার সাথে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর পুরো জীবনটিই মানবাধিকার কর্মীদের অনুকরণীয় আদর্শ। বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, সততা ও ব্যক্তিত্ব সকলের জন্য আজীবন পাথেয় হয়ে থাকবে’।

স্বাক্ষরিত/-
ফারহানা সাঈদ
উপপরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ।